গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত ৫টি প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার কার্যবিবরণী

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ (ভবন নং ৬, কক্ষ নং ১৪১৫), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সভাপতি : জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, সিনিয়র সচিব।
তারিখ ও সময় : সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১৭; বিকাল: ৩-০০ ঘটিকা।

১। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্রঃ	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দপ্তর/সংস্থা
০১।	জনাব মো: আবদুর রাজ্জাক	সদস্য (কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০২।	জনাব মো: রেজাউল হাসান	সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
০৩।	জনাব মো: আমিনুল বর চৌধুরী	যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা)	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
০৪।	জনাব মো: হারুন অর রশীদ	কর কমিশনার	কর অঞ্চল-রংপুর
০৫।	জনাব মোহাম্মদ আহসানুল হক	কমিশনার	কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর
০৬।	শেখ আবু ফয়সাল মো: মুরাদ	অতিরিক্ত কমিশনার	কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম)
০৭।	জনাব গনেশ চন্দ্র মন্ডল	যুগ্ম কর কমিশনার	কর অঞ্চল-খুলনা
০৮।	নন্দিতা রানী সাহা	নির্বাহী প্রকৌশলী	গণপূর্ত অধিদপ্তর
০৯।	জনাব মো: আব্দুল আখের	সিনিয়র সহকারী প্রধান	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
১০।	জনাব তপন কুমার চক্রবর্তী	উপ-কমিশনার	কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম)
১১।	জনাব রেজভী আহম্মেদ	সহকারী কমিশনার	কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর
১২।	জনাব অমিত কুমার বিশ্বাস	উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী	গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনা
১৩।	জনাব মো: আলীমুল ইসলাম খান	উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী	গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনা

২। উপস্থাপনাঃ

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির আহবানে সিনিয়র সহকারী প্রধান সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন বলেন যে, বর্তমান ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এডিপি'র অননুমোদিত প্রকল্প তালিকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত যে ১৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার মধ্যে ৩টি প্রকল্পের ডিপিপি পাওয়া গিয়েছে। একইসাথে এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ২টি প্রকল্পেরও ডিপিপি এনবিআর থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ৫টি প্রকল্পের ডিপিপি পরীক্ষান্তে যে এপ্রেইজাল করা হয়েছে তার ভিত্তিতে অদ্যকার যাচাই কমিটির সভাটি আহ্বান করা হয়েছে। অতঃপর সভার আলোচ্য সূচি অনুযায়ী প্রকল্পভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৩। আলোচ্য সূচি-১:

ক) প্রকল্পের নাম : খুলনা কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প

খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গ) প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৬৮২৬.০০ (সম্পূর্ণ জিওবি)

ঘ) বাস্তবায়নকাল : জুলাই ০১, ২০১৭ হতে জুন ৩০, ২০২০

৩.১.১। আলোচনায় অংশ নিয়ে কর অঞ্চল-খুলনার যুগ্ম কর কমিশনার বলেন যে, অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী খুলনা কর অঞ্চলে মোট ২২টি সার্কেল রয়েছে। উক্ত সার্কেলসমূহের মধ্যে ৭টি সার্কেল অফিস, ২টি রেঞ্জ অফিস, ১টি বিভাগীয় প্রতিনিধির অফিস এবং কর কমিশনারের দপ্তর খুলনা মহানগরীতে অবস্থিত। খুলনা কর অঞ্চলের নিজস্ব ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে ঘোষিত হওয়ায় বেশ কয়েক বছর ধরে এ অঞ্চলে কর দপ্তরসমূহ ভাড়া বাড়িতে স্থাপন করা হয়েছে। কর দপ্তরসমূহে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি ও করদাতাগণকে অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে খুলনা কর অঞ্চল মহানগরীতে নিজস্ব ১.৩৫ একর জমিতে ১০ তলা বিশিষ্ট 'খুলনা কর ভবন' নির্মাণের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.১.২। আলোচনাকালে সিনিয়র সহকারী প্রধান বলেন যে, প্রকল্পটি এনবিআর বাস্তবায়ন করলেও প্রকল্পের মূল কার্যাদি তথা ভৌত নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্পাদন করবে। এ কারণে জনবল খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ না করে

প্রকল্প দপ্তরের জন্য কর অঞ্চল খুলনা হতে প্রয়োজনীয় জনবল সংযুক্ত করা যেতে পারে। প্রকল্প হতে জনবলের ব্যয় বাদ দিলে অর্থ বিভাগে অহেতুক সময়ক্ষেপণ পরিহার করা সম্ভব হবে। সভায় এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৩.১.৩। সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে হওয়ায় প্রকল্পের 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি' রিপোর্ট সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। অধিকন্তু, ডিপিপি'তে ভবনসমূহের বিস্তারিত লে-আউট ও স্থাপত্য নকশা সংযোজন করা সমীচীন হবে।

৩.২। সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৩.২.১। প্রকল্পের ডিপিপি হতে জনবল বাদ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে জনবল খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ও বাদ যাবে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য খুলনা কর অঞ্চলের বিদ্যমান জনবল হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে ডিপিপিতে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে;

৩.২.২। নিয়মানুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপিতে 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি' রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে;

৩.২.৩। প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রস্তাবিত ভবনসমূহের বিস্তারিত লে-আউট ও স্থাপত্য নকশা সংযোজন করতে হবে;

৩.২.৪। ডিপিপিতে বিভিন্ন খাতে "থোক" এর পরিবর্তে সম্ভব সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ/সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে; এবং

৩.২.৫। উপরেল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে পুণর্গঠিত ডিপিপি আগামী ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪। আলোচ্য সূচি-২:

ক)	প্রকল্পের নাম	:	সাভার ও ধামরাইয়ের কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট এর বিভাগীয় অফিস নির্মাণ প্রকল্প
খ)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৭৯৫৪.০০ (সম্পূর্ণ জিওবি)
ঘ)	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ০১, ২০১৭ হতে জুন ৩০, ২০২০

৪.১.১। সভায় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) এর অতিরিক্ত কমিশনার বলেন যে, সাভার ও ধামরাইয়ে কাস্টমস এর নিজস্ব কোনো অফিস নেই। ভাড়া বাড়িতে অফিস স্থাপনের কারণে দাপ্তরিক কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। অধিকন্তু মাঝে মধ্যে বাসা পরিবর্তন করার কারণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ নষ্ট/হারানোর শংকা থাকে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪.১.২। আলোচনায় অংশ নিয়ে সিনিয়র সহকারী প্রধান বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত পরিপত্রের ১.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রকল্প প্রণয়নকালে অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির তফসিল, পারিপার্শ্বিক এলাকার বর্ণনা, গুরুত্ব, সমকালীন বাজার দর ইত্যাদি বিষয়ে তৎসংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস/সাব-রেজিস্টারের অফিস/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/অনলাইন হতে সংগ্রহ করে প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প ছকে অন্তর্ভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে ভূমির পূর্বাবস্থা জানার জন্য প্রস্তাবিত ভূমির ছবি/ভিডিও প্রস্তাবনার পূর্বেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হলেও এ ধরণের কোনো তথ্য দেয়া হয়নি। পুণর্গঠিত ডিপিপিতে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

৪.১.৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান আরো বলেন যে, প্রকল্পটি এনবিআর বাস্তবায়ন করলেও প্রকল্পের মূল কার্যাদি তথা ভৌত নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্পাদন করবে। এ কারণে জনবল খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ না করে প্রকল্প দপ্তরের জন্য কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) হতে প্রয়োজনীয় জনবল সংযুক্ত করা যেতে পারে। প্রকল্প হতে জনবলের ব্যয় বাদ দিলে অর্থ বিভাগে অহেতুক সময়ক্ষেপণ পরিহার করা সম্ভব হবে। সভায় এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৪.১.৪। সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে হওয়ায় প্রকল্পের 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি' রিপোর্ট সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। অধিকন্তু, ডিপিপি'তে ভবনসমূহের বিস্তারিত লে-আউট ও স্থাপত্য নকশা সংযোজন করা সমীচীন হবে।

৪.২। সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৪.২.১ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির তফসিল, পারিপার্শ্বিক এলাকার বর্ণনা, গুরুত্ব, সমকালীন বাজার দর ইত্যাদি বিষয়ে তৎসংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস/সাব-রেজিস্টারের অফিস/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/অনলাইন হতে সংগ্রহ করে পুণর্গঠিত ডিপিপিতে সন্নিবেশ করতে হবে;

৪.২.২। প্রকল্পের ডিপিপি হতে জনবল বাদ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে জনবল খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ও বাদ যাবে। তবে প্রকল্প
বাস্তবায়নের জন্য কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) এর বিদ্যমান জনবল হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে ডিপিপিতে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে;

৪.২.৩। প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রস্তাবিত ভবনসমূহের বিস্তারিত লে-আউট ও স্থাপত্য নকশা সংযোজন করতে হবে;

৪.২.৪। ডিপিপিতে বিভিন্ন খাতে "থোক" এর পরিবর্তে সম্ভব সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ/সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে; এবং

৪.২.৫। উপরেল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে পুণর্গঠিত ডিপিপি আগামী ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫। আলোচ্য সূচি-৩:

ক)	প্রকল্পের নাম	:	মানিকগঞ্জ কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট এর বিভাগীয় অফিস নির্মাণ প্রকল্প
খ)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	৪৩৩২.০০ (সম্পূর্ণ জিওবি)
ঘ)	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ০১, ২০১৭ হতে জুন ৩০, ২০২০

৫.১.১। সভায় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) এর অতিরিক্ত কমিশনার বলেন যে, সাভার ও ধামরাইয়ে কাস্টমস এর নিজস্ব কোনো অফিস নেই। ভাড়া বাড়িতে অফিস স্থাপনের কারণে দাপ্তরিক কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। অধিকন্তু মাঝে মধ্যে বাসা পরিবর্তন করার কারণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ নষ্ট/হারানোর শংকা থাকে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫.১.২। আলোচনায় অংশ নিয়ে সিনিয়র সহকারী প্রধান বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত পরিপত্রের ১.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রকল্প প্রণয়নকালে অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির তফসিল, পারিপার্শ্বিক এলাকার বর্ণনা, গুরুত্ব, সমকালীন বাজার দর ইত্যাদি বিষয়ে তৎসংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস/সাব-রেজিস্টারের অফিস/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/অনলাইন হতে সংগ্রহ করে প্রত্যাশী সংস্থা প্রকল্প ছকে অন্তর্ভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে ভূমির পূর্বাবস্থা জানার জন্য প্রস্তাবিত ভূমির ছবি/ভিডিও প্রস্তাবনার পূর্বেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হলেও এ ধরণের কোনো তথ্য দেয়া হয়নি। পুণর্গঠিত ডিপিপিতে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

৫.১.৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পটি এনবিআর বাস্তবায়ন করলেও প্রকল্পের মূল কার্যাদি তথা ভৌত নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্পাদন করবে। এ কারণে জনবল খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ না করে প্রকল্প দপ্তরের জন্য কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) হতে প্রয়োজনীয় জনবল সংযুক্ত করা যেতে পারে। প্রকল্প হতে জনবলের ব্যয় বাদ দিলে অর্থ বিভাগে অহেতুক সময়ক্ষেপণ পরিহার করা সম্ভব হবে। সভায় এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৫.১.৪। সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে হওয়ায় প্রকল্পের 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি' রিপোর্ট সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। অধিকন্তু, ডিপিপি'তে ভবনসমূহের বিস্তারিত লে-আউট ও স্থাপত্য নকশা সংযোজন করা সমীচীন হবে।

৫.২। সিদ্ধান্তঃ
বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৫.২.১। প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির তফসিল, পারিপার্শ্বিক এলাকার বর্ণনা, গুরুত্ব, সমকালীন বাজার দর ইত্যাদি বিষয়ে তৎসংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস/সাব-রেজিস্টারের অফিস/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/অনলাইন হতে সংগ্রহ করে পুণর্গঠিত ডিপিপিতে সন্নিবেশ করতে হবে;

৫.২.২। প্রকল্পের ডিপিপি হতে জনবল বাদ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে জনবল খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ও বাদ যাবে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) এর বিদ্যমান জনবল হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে ডিপিপিতে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে;

৫.২.৩। প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রস্তাবিত ভবনসমূহের বিস্তারিত লে-আউট ও স্থাপত্য নকশা সংযোজন করতে হবে;

৫.২.৪। ডিপিপিতে বিভিন্ন খাতে "থোক" এর পরিবর্তে সম্ভব সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ/সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে; এবং

৫.২.৫। উপরেল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে পুণর্গঠিত ডিপিপি আগামী ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬। আলোচ্য সূচি-৪:

ক) প্রকল্পের নাম : হিলি, বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশনের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গ) প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৮৩০২.০০ (সম্পূর্ণ জিওবি)

ঘ) বাস্তবায়নকাল : জুলাই ০১, ২০১৭ হতে জুন ৩০, ২০২০

৬.১.১। আলোচনায় অংশ নিয়ে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর এর কমিশনার বলেন যে, দেশের আমদানী/রপ্তানি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ৩টি এলসি স্টেশনে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বুড়িমারি, বাংলাবান্ধা ও হিলি স্থল শুল্ক স্টেশনের জন্য নিজস্ব জমিতে দাপ্তরিক ও আবাসিক ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি হবে। এ সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান তথা গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

৬.১.২। আলোচনাকালে সিনিয়র সহকারী প্রধান বলেন যে, প্রকল্পটি এনবিআর বাস্তবায়ন করলেও প্রকল্পের মূল কার্যাদি তথা ভৌত নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্পাদন করবে। এ কারণে জনবল খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ না করে প্রকল্প দপ্তরের জন্য কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর হতে প্রয়োজনীয় জনবল সংযুক্ত করা যেতে পারে। প্রকল্প হতে জনবলের ব্যয় বাদ দিলে অর্থ বিভাগে অহেতুক সময়ক্ষেপণ পরিহার করা সম্ভব হবে।

৬.২.৩। সভায় এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন যে, বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে হওয়ায় প্রকল্পের 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি' রিপোর্ট সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। অধিকন্তু, ডিপিপি'তে ভবনসমূহের বিস্তারিত লে-আউট ও স্থাপত্য নকশা সংযোজন করা সমীচীন হবে।

৬.৩। সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৬.৩.১। প্রকল্পের ডিপিপি হতে জনবল বাদ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে জনবল খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ও বাদ যাবে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর এর বিদ্যমান জনবল হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে ডিপিপিতে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে;

৬.৩.২। নিয়মানুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপিতে 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি' রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে;

৬.২.৩। প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রস্তাবিত ভবনসমূহের বিস্তারিত লে-আউট ও স্থাপত্য নকশা সংযোজন করতে হবে;

৬.২.৪। ডিপিপিতে বিভিন্ন খাতে "থোক" এর পরিবর্তে সম্ভব সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ/সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে; এবং

৬.২.৫। উপরেল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে পুণর্গঠিত ডিপিপি আগামী ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৭। আলোচ্য সূচি-৫:

ক) প্রকল্পের নাম : রংপুর কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প

খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গ) প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৫৯৪১.০০ (সম্পূর্ণ জিওবি)

ঘ) বাস্তবায়নকাল : জুলাই ০১, ২০১৭ হতে জুন ৩০, ২০২০

৭.১.১। সভায় কর অঞ্চল-রংপুর এর কর কমিশনার বলেন যে, অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কর অঞ্চল-রংপুর এ ২৭টি অফিস রয়েছে। উক্ত অফিসগুলোর মধ্যে ২২টি সার্কেল অফিস, ৪টি রেঞ্জ অফিস এবং কর কমিশনারের অফিস রংপুর মহানগরীতে অবস্থিত। রংপুর কর অঞ্চলের পুরাতন ভবন জরাজীর্ন হওয়ায় এবং করদাতার সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ায় জরাজীর্ন ভবনে স্পেস সংকুলান সম্ভব হচ্ছে না। ফলে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিজস্ব জমিতে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৭.১.২। আলোচনাকালে সিনিয়র সহকারী প্রধান বলেন যে, প্রকল্পটি এনবিআর বাস্তবায়ন করলেও প্রকল্পের মূল কার্যাদি তথা ভৌত নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্পাদন করবে। এ কারণে জনবল খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ না করে প্রকল্প দপ্তরের জন্য কর অঞ্চল-রংপুর হতে প্রয়োজনীয় জনবল সংযুক্ত করা যেতে পারে। প্রকল্প হতে জনবলের ব্যয় বাদ দিলে অর্থ বিভাগে অহেতুক সময়ক্ষেপণ পরিহার করা সম্ভব হবে। সভায় এ বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৭.১.৩। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প ব্যয় ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে হওয়ায় প্রকল্পের 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি' রিপোর্ট সংযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। অধিকন্তু, ডিপিপি'তে ভবনসমূহের বিস্তারিত লে-আউট ও স্থাপত্য নকশা সংযোজন করা সমীচীন হবে।

৭.২। সিদ্ধান্তঃ

বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৭.২.১। প্রকল্পের ডিপিপি হতে জনবল বাদ দিতে হবে। এ লক্ষ্যে জনবল খাতের প্রাক্কলিত ব্যয়ও বাদ যাবে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কর অঞ্চল-রংপুর এর বিদ্যমান জনবল হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে ডিপিপিতে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে;

৭.২.২। নিয়মানুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপিতে 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি' রিপোর্ট সংযুক্ত করতে হবে;

৭২.৩। প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রস্তাবিত ভবনসমূহের বিস্তারিত লে-আউট ও স্থাপত্য নকশা সংযোজন করতে হবে;

৭.২.৪। ডিপিপিতে বিভিন্ন খাতে "থোক" এর পরিবর্তে সম্ভব সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ/সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে; এবং

৭.২.৫। উপরেল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে পুণর্গঠিত ডিপিপি আগামী ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮। আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/= ২১.০৯.২০১৭
(মোঃ নজিবুর রহমান)
সিনিয়র সচিব ও সভাপতি

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৯.১৪.০৭.২০১৭-২৩০

তারিখঃ ২৫.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুণবাগীচা, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব নন্দিতা রানী সাহা, নির্বাহী প্রকৌশলী)।
০২। সদস্য (কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুণবাগীচা, ঢাকা।
০৩। সদস্য (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুণবাগীচা, ঢাকা।
০৪। যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-রংপুর।
০৬। কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর।
০৭। কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম)।
০৮। কর কমিশনার, কর অঞ্চল-খুলনা।
০৯। উপ-সচিব (বাজেট),অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। জনাব শেখ রবিউল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোডের জন্য)

২৫/৯/১৭
(মোঃ আব্দুল আখের)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫৪৪৮২